যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র উদ্বোধন

ড. আতিউর রহমান, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ভাষণ
প্রধান অতিথি
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১০; অপরাহ্ন ৩.০০ ঘটিকা
বিয়াম মিলনায়তন, ৩৬, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

সম্মানিত চেয়ারম্যান, যমুনা ব্যাংক ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন, মাননীয় পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়,অতিথিবৃন্দ, সমবেত সুধীমণ্ডলী- আস্‌সালামুআলাইকুম/শুভ অপরাহ্ন

আজ ২০ ফেব্রুয়ারি, মহান ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমার কথা শুরু করছি।

- এই নিয়ে দুবার এলাম। আপনারা অবগত আছেন যে, Corporate Social Responsibility (CSR)/সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্তমান বিশ্বে একটি আধুনিক ধারনা। এটিকে মানবহিতৈষী বা মানবকল্যাণের নীতি হিসেবে উল্লেখ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে এগিয়ে আসছে। বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও ব্যবসা-বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে আরো দায়িত্বশীল, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও মানবিক রূপ দেয়ার জন্য সিএসআর বাস্তবায়নে বিশেষ তাগিদ ও পৃষ্টপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে।

- দেশের আর্থিক খাতের অভিভাবক হিসেবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সমগ্র ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মকাণ্ডে কার্যকরভাবে অংশ নিতে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করে চলেছে। সিএসআর-এর উদ্দেশ্য ও পরিধি চিহ্নিত করার পাশাপাশি এ কর্মকাণ্ডকে প্রণোদনা দেয়ার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেশকিছু ক্ষেত্রও নির্ধারণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কর্মকাণ্ডের ফলাফল তদারকিতে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি সজাগ রয়েছে। একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের ব্যাংকগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সিএসআর পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বাস্তবায়নে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন আনতে বেশ সফল হয়েছে। খুব শিগগীরই সকল ব্যাংকের সিএসআর কর্মকাণ্ডগুলোর তুলনামূলক অবস্থান বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি জাতীয় কৌশলগত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি কার্যকর সিএসআর পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়।

- বিগত কয়েক বছরে বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক মন্দায় ব্যাপক সংকটের সৃষ্টি হয়। অথচ তাঁর মন্দ প্রভাব আমাদের অর্থনীতিকে এখন অব্দি গুরুতরভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশের প্রবৃদ্ধি হয় ৫.৯%, চলতি অর্থবছরে যা ৬% এর মতো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানতঃ আরএমজি রপ্তানি, বিদেশে কর্মরত জনগোষ্ঠীর আয়, কৃষি-এসএমইর উত্থান, মাইক্রো ফাইনান্সিং ইত্যাদি সূচকের মাঝে আমাদের এভাবে টিকে থাকার বিষয়টি খুঁজে নিতে হবে। ইতোমধ্যে আমরা কৃষি খাত উজ্জীবিতকরণে, এসএমই'র পরিধি বৃদ্ধি ও দক্ষতা সৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে মনোনিবেশ করেছি। ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বিকশিত হতে পারছে। চলতি বছরের রেকর্ড পরিমাণ কৃষি ঋণের টার্গেট (১১৫০০ কোটি টাকা), এর সাফল্যজনক বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (৪৭%), ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন এর কর্মসূচি (১০ টাকায় কৃষি একাউন্ট খোলা, স্কুল ব্যাংকিং, ই-ব্যাংকিং/অটোমেশন) পরিপালনে ব্যাপক সচেষ্ট রয়েছি। এই পুরো প্রক্রিয়া পুরো ব্যাংকিং খাতই কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করে তার দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। এক্ষেত্রে

সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিকে সম্পৃক্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বক্ষণ নীতি সমর্থন দিতে সক্রিয় রয়েছে। আর একটি বিষয় হলো, দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসেবেই আমি বলতে চাই এবং আমি বিশ্বাস করি **"এদেশের কৃষক/শ্রমিকদের মেরুদণ্ড শক্ত করতে পারলে আমাদের উন্নয়নের ধারায় নতুন যুগের সূচনা হবে।"** পাশাপাশি পুরো অর্থনীতির স্বদেশীয় ভিত্তিও জোরদার হবে। উদ্যোক্তাদের আস্থাও বাড়বে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদেরও সমর্থন পাওয়া সহজ হবে।

- সুধীমণ্ডলী, আপনারা জানেন ইতোমধ্যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এ রিজার্ভের সিংহভাগ দাবিদার বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি ভাই বোনেরা ও এদেশের পরিশ্রমী কৃষক এবং তরুণ উদ্যোক্তা শ্রেণী। চলতি অর্থবছরের ৭ মাসে রেমিটেন্স এসেছে সাড়ে ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের বিশাল জনসংখ্যার দেশে মানবসম্পদ রপ্তানিকে যখন আমরা ব্যাপক অগ্রধিকার দিচ্ছি সেমুহূর্তে মাদকাসক্ত নামক অক্টোপাসের জালে আটকা পড়ে এদেশের তরুণ-যুব সমাজ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের একটি বিরাট অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি হবে, এটা যেমন মেনে নেয়া যায়না একইভাবে এই ভয়াল সামাজিক সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের নানামুখী তৎপরতা দেখাতে হবে। আজকের এই উদ্যোগ তারই অংশ বিশেষ।

- একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় এদেশে প্রায় ২১ লক্ষ মাদকাসক্ত ব্যক্তি রয়েছে। প্রতি ১০০ জনে দেড় জন। এটা অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। কেননা, মাদকাসক্তি সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়ায়। আমি অবশ্যই যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মকাণ্ডসমূহ অর্থাৎ রক্তদান কর্মসূচি, বিনামূল্যে চক্ষুশিবির, মেধাবি গরীব, প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি/সাহায্য প্রদান, দুস্থ মানুষের মানবিক সাহায্য, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা, বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীকে সম্মাননা ও ভাতা প্রদান, দুর্যোগে ত্রাণ কর্মসূচি, জাতীয় প্রয়োজনে সরকারকে আর্থিক সহায়তা, বৃদ্ধ আশ্রম এবং সর্বোপরি ভয়াল সামাজিক সমস্যা নিরাময়ে **মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ** তাদের নেয়া সকল মহান মানবিক কাজগুলিকে জাতি রক্ষা ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে অসাধারণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই। আগামীতে ব্যাংকিং খাতের বোদ্ধা-ব্যবসায়ীদের কাছে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাবো আপনারা যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মতো সিএসআর কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি আরো প্রসারিত করবেন; জাতীয় সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রেখে দেশও-জাতিকে রক্ষা করবেন। কেননা দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। দেশকে ভালবাসতে হয়। আর দেশমাতৃকাকে ভালোবাসার এক অনন্য উপায় ব্যবসা-বাণিজ্যিকে মানবিক ও সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ করে তোলা। একই সঙ্গে ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধ এসকল কাজের জন্যে খরচের বিপরীতে প্রয়োজনীয় আয়কর প্রণোদনার বিষয়টিও নজরে রাখবার জন্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

- সিএসআর কর্মসূচিতে যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণে আমি অবশ্যই সন্তোষ প্রকাশ করবো। ব্যাংকের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে প্রধান নির্বাহীসহ সকল পর্যায়ের নির্বাহী-কর্মীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। সমবেত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে **যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রও হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।** সকলকে আবারো ধন্যবাদ।

- ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি আবারো শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।